মেহেরপুরে পর্নোগ্রাফি মামলায় এক আসামির ৩ বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে পর্নোগ্রাফি মামলায় মোঃ লাবলু নামের এক ব্যক্তিকে ৩ বছর কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আসামি বাদীর সাবেক স্বামী। সংসারিক সমস্যার কারণে বাদী তাকে ২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে তালাক দেন। বিবাহিত জীবনে আসামি বাদীর অজান্তে তার মোবাইলে কিছু আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ধারণ করেন। ডিভোর্সের পর ওই ভিডিও দেখিয়ে বাদীর নিকট থেকে এক লক্ষ টাকা দাবি করেন। এছাড়া ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন এবং পরিচিতজনদের দেখান।

বাদী বিষয়টি তার পরিবারকে অবহিত করে র্যাবের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে র্যাব-১২, সিপিসি মেহেরপুর গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গাংনী বাজারস্থ সামাদ হোটেলের সামনে থেকে আসামিকে আটক করে। সাক্ষীদের সম্মুখে জিজ্ঞাসাবাদে আসামি ভিডিও ভাইরাল করার হুমকির কথা স্বীকার করেন। পরে তার পরিহিত প্যান্টের ভেতরের পকেট থেকে একটি রেডমি নাইন সি অ্যান্ড্রয়েড ফোন, দুইটি বাংলালিংক সিম এবং ৮ জিবি মেমোরি কার্ড জব্দ করা হয়। ব্যবহৃত মোবাইল থেকে ধারণ করা আপত্তিকর ছবি ও ভিডিওর ছয় পাতার প্রিন্ট কপি আলামত হিসেবে উদ্ধার করা হয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন। রায় ঘোষণার পর আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার ১০

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ৯ জন সিআর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ও ১ জন নিয়মিত মামলার আসামিসহ ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশ।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন মেহেরপুর সদরের বারাদীর বানাত আলীর ছেলে মোঃ সোহেল রানা (৪৫), দফোরপুরের মোঃ চাঁদ আলী ওরফে চান্দুর ছেলে মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, পিরোজপুর ঘাটপাড়ার মোছাঃ ছাবিয়া খাতুন, হাটপাড়ার মোছাঃ মহিমা খাতুন, রায়পুরের মোছাঃ হাচেনা খাতুন, কোলারজংয়ের মোঃ আরজ আলীর মেয়ে মোছাঃ শিখা খাতুন, গোভিপুরের এরশাদ আলীর ছেলে মোঃ আশরাফুল, আমদহের মোছাঃ সাথিয়ারা সাথী, কুলবাড়িয়ার মোছাঃ সুফিয়া খাতুন এবং মোছাঃ রহিমা খাতুন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের ধরতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় ২ আসামির জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে মাদক রাখার অপরাধে মোঃ জনিরুল ইসলাম ওরফে জনি ও মোঃ শাহাবুদ্দিন শেখকে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মেজবাহুর দারাইন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সদর উপজেলার গোভিপুর থেকে হরিরামপুর এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় আসামি মোঃ জনিরুল ইসলাম ওরফে জনি ও মোঃ শাহাবুদ্দিন শেখকে গোভিপুর-হরিরামপুর সড়কের কালভার্টের কাছ থেকে আটক করা হয়। পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে ১নং আসামি জনির জিন্সের ডান পকেট থেকে ৩ গ্রাম এবং ২নং আসামি শাহাবুদ্দিনের লুঙ্গির ডান পাশের কোচর থেকে ২ গ্রাম মোট ৫ গ্রাম হেরোইন তারা নিজেরাই বের করে দেয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন।
রায় ঘোষণার পর আসামিদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে সংঘর্ষের মামলায় ৮ আসামির জেল-জরিমানা

সংঘর্ষের মামলায় মেহেরপুরের ৮ আসামিরকে জেলা-জরিমানা দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার প্রধান আসামি মোঃ সেন্টু মিয়াকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ২০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মামলার অন্য আসামি শুকুর আলী, রইস উদ্দিন, মোঃ বাবলু মিয়া, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ আতিয়ার রহমান, মোঃ মজিবর রহমান ও মোঃ তোজাম্মেল হক প্রত্যেককে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা

অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। তবে আসামি মোঃ আনারুল ইসলামকে খালাস দেওয়া হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২০ এপ্রিল সকালে গাংনীর কল্যাণপুর এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাদীর বাড়িতে আসামিরা হামলা চালায়। এ সময় কাঠের বাটাম, লোহার রড, বাঁশের লাঠি, দা ও হাসুয়া দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে আঘাত করে গুরুতর জখম করে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মুক্তির দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন

জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী আরেফসহ দলটির কেন্দ্রীয় ৫ নেতা হত্যা মামলার ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রওশন আলীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন রওশন আলীর ছেলে আমির হামজা। এছাড়া এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নিয়ে রওশন আলীর মুক্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সন্ত্রাসবিরোধী এক জনসভা চলাকালীন সময়ে সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলি ও বোমা হামলা

চালায়। ঘটনাস্থলে নিহত হন জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী আরেফ আহমেদ, কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সভাপতি লোকমান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াকুব আলী, স্থানীয় জাসদ নেতা ইসরাইল হোসেন ও সমশের মণ্ডল।

ঘটনার দিনই পুলিশ বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করে। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের সাড়ে ৫ বছর পর ২০০৪ সালের ৩০ আগস্ট কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালত ১০ আসামির ফাঁসি ও ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। আপিলের পর ২০০৮ সালের ৫ আগস্ট হাইকোর্ট রওশন আলীসহ ৯ জনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখে এবং একজনকে খালাস দেয়। এছাড়া ১২ জনের সাজা মওকুফ করা হয়।

এসময় মামলার এজাহারভুক্ত ১৯ নং আসামি রওশন আলী পলাতক ছিলেন। ২০২১ সালের ১৬ আগস্ট রাজশাহী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্তমানে তিনি যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন।

পরিবারের দাবি, আওয়ামী লীগ সরকারের রোষানলে পড়ে তৎকালীন কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রওশন আলীকে এই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

১৫ আসামির ৯ জন খালাস, ৬ জনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের একটি মামলায় (পর্ণগ্রাফি) ৬ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানা দিয়েছে আদালত। আজ রোববার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাসির উদ্দিন ফরাজী এ রায় প্রদান করেন।

রায়ে নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন এবং সহযোগী শাহজাহানকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া নেহাল ও জয়কে ছয় বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ অর্থদণ্ড দেয়া হয়। তবে আসামি জয়

এখনও পলাতক রয়েছেন।

মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে চার্জশিটভুক্ত অন্য আসামিদের অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, ছন্দা খাতুন, আবু আক্তার করণ, তুহিন অরন্য, রেক্সনা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, বর্ষা খাতুন, নুসরাত, সুমন রহমান বিমান, বিপাশা খাতুন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট সাইদুর রাজ্জাক রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বিজ্ঞ বিচারক দোষীদের শাস্তি দিয়েছেন। রায়টি দৃষ্টান্তমূলক হয়েছে। এতে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, অপরাধ করলে কেউ ছাড় পায় না। মেহেরপুরের মানুষ ন্যায় বিচার পেয়েছে।”

মামলার বিবরণে জানা গেছে, গত বছরের ২২ নভেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের এনজিও কর্মী মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় এ মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৩২)। মামলায় মূল আসামি করা হয় নাজনীন খান ওরফে প্রিয়া খানকে। তাকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের অনুমতি নিয়ে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে আসে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইল চক্রের চিত্র।

তদন্তে জানা যায়, প্রিয়া খান ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে যেতেন। সেখানে গোপনে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে পরে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হতো। এ ঘটনায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুনসহ একাধিকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলায় ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। ১৭ জনের মধ্যে আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন সময়ে মারা যান।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার ৬

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত থেকে আজ শনিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, বন্দর মধ্যপাড়ার মোঃ রজব আলীর ছেলে মোঃ হাসানুল ওরফে হাসা (৪৪), ক্যাশবপাড়ার মোঃ খোদা বক্সের ছেলে মোঃ সোহেল রানা (৪২), আমঝুপির খোদাবক্রের ছেলে মোঃ আঃ করিম, রাধাকান্তপুর গ্রামের মোঃ মোকলেছুর রহমানের ছেলে মোঃ হাসান আলী (৩৪), ক্যাশবপাড়ার মৃত সুমন মন্ডলের ছেলে খাজা মইন উদ্দিন তিস্ত ওরফে মহিত (২৫/২৬) ও নতুন শেখ পাড়ার মোঃ মইনুল হোসেনের ছেলে রোকনুজ্জামান ওরফে রোকন (২৭)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

মেহেরপুরে অস্ত্রসহ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ইমান ডাকাত গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলিসহ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ইমান আলী ওরফে ইমান ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) গভীর রাতে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত ইমান আলী শিবপুর গ্রামের মৃত আমির শেখের ছেলে।

সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর একটি দল মোনাখালী ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামে তার বাড়ি ঘেরাও করে। পরে তল্লাশির সময় তার কাছ থেকে মার্কিন তৈরি একটি ৭.৬৫ মি.মি. পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

সেনা সূত্রে আরও জানা যায়, ইমান আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র, মাদক, চোরাচালান, বিস্ফোরক ও নাশকতাসহ মোট ১১টি মামলা রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি সাড়ে ১০ বছর পর আত্মসমর্পণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার সাইদুর রহমান সাবদার নামের এক ব্যক্তি হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজা থেকে বাঁচতে সাড়ে ১০ বছর পালাতক থাকার পর আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। পরে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে বিচারক নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন। বিকালে তাকে পুলিশ প্রহরায় জেলা কারাগারে নেওয়া হয়।
যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পালাতক সাইদুর রহমান সাবদার চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণচাঁদপুর পাড়ার আহসান আলী আসানের ছেলে।

জানা যায়, ২০০৮ সালের ১১ ডিসেম্বর দুপুরে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণচাঁদপুর গ্রামের নাসিরকে একই এলাকার মনির ডেকে নিয়ে যায়

কুড়িরমাঠের খেজুর বাগানে। বেশ কিছুদিন ধরে সাইদুর রহমান সাবদার গ্রুপের সাথে জোয়ার বোর্ডের টাকা তোলা নিয়ে বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধের জের ধরে সাইদুরসহ ৮-১০ জন মিলে নাসিরকে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে ২০১৫ সালের ১০ মার্চ তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ বিপ্লব গোস্বামী ৪ জন আসামির মধ্যে ২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। এছাড়া ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ২ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। অন্য দুইজনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

রায় ঘোষণার পর থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সাইদুর রহমান সাবদার পলাতক ছিলেন। দীর্ঘ সাড়ে ১০ বছর পর সাইদুর চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মোহাম্মদ আল-আমিন মাতুব্বরের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় ২ আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় মোঃ আলফাজকে ১ বছর ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং একই মামলার অপর পলাতক আসামি মোঃ ইমরানকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ সোমবার (২৮ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী থানার এসআই মোঃ মোস্তফা শওকত জামান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, কাজিপুর ইউনিয়নের আলমবাজার বাগানপাড়ার মোঃ রিফাজের

বাড়িতে দুই ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানকে হাতেনাতে আটক করে। তাদের দেহ তল্লাশিতে আলফাজের কোমর থেকে ৫ পুরিয়া হেরোইন এবং ইমরানের কোমর থেকেও ৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।